যায়যায়দিন

তারিখ 27 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

# ফাঁস হওয়া প্রশ্নে প্রাথমিকের ইংরেজি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত

## তদন্ত কমিটির রিপোর্টে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'

যায়যায়দি রিপোর্ট

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর ইংরেজি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পরীক্ষার হাতেলেখা প্রশ্ন আগের দিন রোববার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। হাতেলেখা প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। এদিকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফাঁস হওয়া কথিত প্রশ্নপত্রের সাথে মূল প্রশ্নপত্রের কিছু অংশের মিল ছিল, তবে অবিকৃত ফাঁস হওয়ার কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের হোতাদের ধরতে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাকে তদন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় এবারো সন্দেহের তীর সরকারি প্রকাশনা সংস্থা বিজি প্রেসের দিকে। তদন্ত প্রতিবেদনে বিজি প্রেসের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত নয় বলে উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার প্রশ্ন মুদ্রণ শেষে প্রশ্নের খসড়া বিজি প্রেসের কম্পিউটার বিভাগ থেকে সঙ্গে সঙ্গে অবলোপন (ডিলিট) করা হয়নি। পাঁচদিন পরে প্রশ্নপত্রের খসড়া কম্পিউটার থেকে অবলোপন করা হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দুর্বলতা বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

আজ পরিবেশ পরিচিতি পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

## পরীক্ষা : ইংরেজি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, ইতোমধ্যে এ পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয়ে গেছে। পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে চলে গেছে। প্রতিটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় বড় অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

গতকাল বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা অভিভাবকদের মধ্যে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, শিশুরা পরীক্ষার আগের দিন স্বাভাবিক প্রস্তুতি নেবে, না ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জোগাতে বাবা মায়ের কাছে আবদার করবে। তারা জানান, প্রতি সন্ধ্যায় অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের জন্য এখন ফাঁস হওয়া প্রশ্ন খুঁজতে বের হচ্ছেন। অভিভাবকরা বলেন, যত মেধাবীই হোক কোনোভাবেই প্রশ্ন পাওয়া পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। এতে করে মেধাবীদের হতাশাগ্রস্ত করে তোলা হচ্ছে। তারা প্রশ্নফাঁস হওয়া পরীক্ষা পুনরায় নেয়ারও দাবি জানান।

রাজধানীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বলেন, বিসিএস, শিক্ষক নিয়োগ, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু বিচলিত হতে হয় প্রাথমিক সমাপনীর মতো দেশের লাখ লাখ খুদে শিক্ষার্থীর জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ যখন কানে আসে- তখন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে মনে শঙ্কা জাগে।

**তদন্ত কমিটির সুপারিশ :** প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রে কে বা কারা জড়িত তা নির্ধারণে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা তদন্তের সুপারিশ করেছে। ভবিষ্যতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার জন্য কমপক্ষে একটি বিকল্প সেটসহ দুই সেট প্রশ্ন মুদ্রণ; প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে একক প্যাটার্ন অনুসরণ না করে প্রশ্ন-ব্যাংক পদ্ধতিতে প্রশ্ন করার সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য সরকারি মুদ্রণ সংস্থা বিজি প্রেসে একটি আলাদা ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। বিজি প্রেসে গোপনীয় শাখায় সরকারের বাজেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, আইন, নিয়োগ, বিধিমালা, প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করা হয়ে থাকে। ফলে এই ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের আলাদা কোনো গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছে থাকে না।